সিগমা ফোর্স
দ্য
স্কেলেটন
কী
জেমস রলিন্স
সম্পাদনা- মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
ADEE

সিগমা ফোর্স

দ্য স্কেলেটন কী

লেখক :- জেমস রলিন্স

সম্পাদনা- মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

(১ম পর্ব)

গলায় ধারালো কিছু একটার স্পর্শে ভেঙে গেল মেয়েটার ঘুম। অন্তত তেমনটাই ভেবেছিল শেইচান। পুরোপুরি সচেতন হয়ে উঠলেও চোখজোড়া সে বন্ধ করেই রেখেছিল, ভান ধরে ছিল ঘুমাবার। মনে হচ্ছিল ধারালো কিছু একটা ওর গলা স্পর্শ করে আছে। বুঝতে পারছে, এই মুহূর্তে নড়াচড়া করাও হয়ে উঠতে পারে প্রাণঘাতী। ক্লান্ত মেয়েটা সিদ্ধান্ত নিল, নিজের ইন্দ্রিয়ের ওপর ভরসা রাখবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, নড়াচড়ার বিন্দুমাত্র আওয়াজ কানে এলো না ওর, ত্বক দিয়ে অনুভব করল না বাতাসের স্পর্শ। এমনকি নিজের দেহের গন্ধ বাদে অন্য কোন গন্ধ পেল না নাকে, কানে শুনতে পেল না অন্য কারও শ্বাস নেবার আওয়াজ। বাতাসে শুধু গোলাপ আর জীবাণু নাশকের গন্ধ ভেসে আছে। আমি ছাড়া কি আর কেউ নেই এখানে?
ঘাড়ে ধারালো স্পর্শটাকে সাথে নিয়েই এক চোখ খোলার সিদ্ধান্ত নিল শেইচান, এক মুহূর্তের মাঝে দেখে নিল

চারপাশের পরিবেশ। বুঝতে পারল এক অপরিচিত ঘরের অপরিচিত বিছানায় শুয়ে রয়েছে সে!
বিছানায় রয়েছে সুন্দর একটা চাদর; মাথার ওপরে একটা ট্রাপেস্ট্রি; এদিকে ফায়ার প্লেসের উপরে শোভা পাচ্ছে একটা ক্রিস্টাল গ্লাস, তাতে রয়েছে সদ্য কাটা গোলাপ ফুল। আঠারো শতকে নির্মিত একটা অ্যান্টিক ঘড়িও রয়েছে, শেইচানকে জানাচ্ছে যে এখন সময় দশটার একটু বেশি, বিছানার পাশে রাখা ওয়ালনাটের টেবিলে বসে থাকা আধুনিক ঘড়িটাও একই সময় দেখাচ্ছে। পর্দার ফাঁক গলে আসা নরম রোদ জানাচ্ছে, এখন সকাল।
অস্ফুট গলায় কথা বলে উঠল কেউ। ফ্রেঞ্চ ভাষা-বুঝতে পারল শেইচান। অবশ্য যে রুমে ও আটক আছে, সে রুম সাজানোর ধরন দেখে তাই মনে হয়। আওয়াজটার উৎসও বুঝতে পারল সে-রুমের বাইরের করিডর।
হোটেল রুম। বিলাসবহুল, রুচিশীল আর ওর সামর্থ্যের বাইরে এমন এক হোটেল রুমে আছে এখন।
আরও কয়েকটা মুহূর্ত সাবধানতার সাথে কাটিয়ে দিল

মেয়েটি, ও যে একাই আছে তা নিশ্চিত হতে চায়। কম বয়সে ব্যাংককের বস্তিগুলো পরিচালনা করত শেইচান, সেই সাথে ফেনম পেন-এর অন্ধকার গলিগুলো। এক কথায় বলতে গেলে, তখন ছিল ও রাস্তায় বাস করা এক জংলি প্রাণী। ভবিষ্যৎ পেশার ট্রেনিং-এর হাতেখড়ি হয়েছিল সেখানেই। রাস্তায় টিকে থাকতে হলে দরকার সতর্কতা, ধূর্ততা আর নৃশংসতা। ওর প্রাক্তন নিয়োগকর্তারা ওকে ওই রাস্তা থেকেই তুলে এনেছে, এরপর সেখান থেকে সুদক্ষ আততায়ীতে পরিণত হওয়াটা ছিল ছেলের হাতের মোয়া। বারো বছর পরের কথা, নতুন এক রূপে আবির্ভূত হয়েছে শেইচান। তবে এই পরিবর্তনটা মন থেকে মেনে নেয়নি সে, তাই পুরো হয়নি রূপান্তর। একটু বাকি আছে এখনও। কিসে পরিণত হয়েছে ও? প্রাক্তন যে নিয়োগকর্তাদের ধোঁকা দিয়েছে, দ্য গিল্ড নামের সেই সংগঠনের হাত

পৃথিবীজুড়ে বিস্তৃত। তবে আসলে ‘দ্য গিল্ড’ নামটাও একটা ধোঁকা, ছদ্ম নাম। এর অপারেটিভরাও সংগঠনের

আসল পরিচয় আর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। গিল্ডকে ধোঁকা দেবার পর শেইচান আবিষ্কার করল-কিছুই নেই ওর। না আছে বাড়ি, না আছে দেশ। আছে শুধু সিগমা নামের গোপন ইউ.এস. এজেন্সির প্রতি ঠুনকো আনুগত্য। সিগমা ওকে দিয়েছে গিল্ডের ক্রীড়নকদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব। অবশ্য ওর সামনে অস্বীকার করার কোন উপায়ও ছিল না। গিল্ড ওকে ধ্বংস করে ফেলার আগে, ওকেই গিল্ডের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াতে হবে। এ ব্যাপারে আচমকা পাওয়া এক সূত্র ধরে ওর প্যারিসে আগমন। আস্তে আস্তে উঠে বসল সে, আর্মোয়ারের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল। ঘন কালো চুলগুলো এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে, চোখের সবুজাভ মনিতে ক্লান্তি, সকালের হালকা আলোয় কচকচ করছে। ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে ওকে। কেউ একজন অন্তর্বাস ব্যতীত ওর দেহ থেকে সমস্ত পোশাক খুলে ফেলেছে, খুব সম্ভবত লুকানো অস্ত্র শস্ত্রের খোঁজে। হয়তবা কেবল ক্ষমতা প্রদর্শন করাই ছিল সেই ‘কেউ একজন’ এর উদ্দেশ্য। ওর পরনের পোশাক-কালো জিন্স,

ধূসর টি-শার্ট আর চামড়ার মোটরসাইকেল জ্যাকেট খুব সুন্দর করে কাছের একটা অ্যান্টিক লুই দ্য ফোর্টিন চেয়ারের উপর রাখা। আরেক অ্যান্টিক নাইট স্ট্যান্ডে সারিবদ্ধ করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ওর অস্ত্রগুলো, যেন ওগুলোর ক্ষমতাকে উপহাস করছে। সিগ সওয়ার বন্দুকটা এখনও শোল্ডার হোলস্টারে ভরে রাখা, কিন্তু ড্যাগার আর ছুরি খুলে খাপ থেকে খুলে রাখা হয়েছে। আলো পড়ে ঝিকঝিক করছে সেগুলো। ঠিক ওর গলায় যে নতুন অলংকার শোভা পাচ্ছে, সেটার মত। স্টেইনলেস স্টিলের ব্যান্ডটা শক্ত করে গলায় এঁটে বসেছে। গলার ঠিক মাঝখানে, গর্তের মতো জায়গাটায় একটা ছোট সবুজ এলইডি লাইট বসানো। সেখানে ওর গলার মাংসে কামড় দিয়ে বসে থাকা তীক্ষ্ণ কাঁটার অস্তিত্বও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

এটার জন্যই তাহলে জেগে উঠেছি...

ইলেকট্রনিক নেকলেসটার দেহে সাবধানতার সাথে হাত বুলালো শেইচান, কোথাও কোন মেকানিজম আছে কিনা তা বুঝতে চাইছে। ডান কানের নিচে একটা ছোট

আলপিনের মাথার সমান ফুটো আবিষ্কার করল।

কী-হোল।

কিন্তু চাবিটা কার কাছে?

হৃদপিন্ডটা গলায় এসে ধুকপুক করছে, প্রতিটা স্পন্দনের সাথে স্পর্শ করছে তীক্ষ্ণ কাঁটাগুলোকে। রাগে চিড়বিড় করে উঠল ওর ত্বক, কিন্তু মেরুদন্ডের গোড়ায় ভয়ের শীতল অস্তিত্বও টের পাচ্ছে পরিষ্কার। শক্ত করে এঁটে বসা ব্যান্ডটার নিচে একটা আঙুল ঢুকিয়ে দিল সে, নিজের গলা নিজেই টিপে ধরল যেন। স্টিলের কাঁটাগুলোয় জোরালো চাপ দিল যতক্ষণ পর্যন্ত না-

প্রচন্ড ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল মেয়েটার সারা দেহে, যেন হাড়গুলোতে পর্যন্ত কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। বিছানায় আছড়ে পড়ল শেইচান, প্রচন্ড ব্যথায় দেহ কুঁচকে আছে, বাঁকা হয়ে আছে পিঠ, বুকটাকে এতো ভারী মনে হচ্ছে যে চিৎকার পর্যন্ত করতে পারছে না। এরপর নেমে এলো অন্ধকার...শূন্যতা...

অজ্ঞান হয়ে যাবার মুহূর্তটায় প্রচন্ড স্বস্তি ছড়িয়ে পড়ল

ওর দেহ মনে। কিন্তু সে স্বস্তির স্থায়িত্ব যে অতি অল্প!
আবার জ্ঞান ফিরে পেল মেয়েটা। জিহ্বায় যে কামড়
দিয়েছিল, তা মুখে রক্তের স্বাদ জানান দিয়ে গেল। অশ্রু
সজল চোখ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মস্তিষ্ককে জানান দিল,
মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত পেরিয়েছে।

নিজেকে কিছুটা সামলে নিল সে, বিদ্যুৎ শকের ঝটকায়
এখনও কাঁপছে দেহ। বিছানা থেকে নেমে পড়ল এক
ঝটকায়। গলার কাছ থেকে হাতদুটো অনেকটা দূরে
রেখে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। কোথায় আছে তা
জানাটা খুব জরুরি। একটু পাশে দাঁড়াল যেন ছায়া না
পড়ে, এরপর নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল একটা
প্লাজা। ওটার ঠিক মাঝখানে নেপোলিয়নের মূর্তি সম্বলিত
একটা বিশাল বড় ব্রোঞ্জের টাওয়ার দাঁড়িয়ে আছে। আরও
কিছু অভিজাত দর্শন দালান ঘিরে আছে স্কয়ারটাকে।

আমি এখনও প্যারিসেই আছি...

পিছিয়ে এলো শেইচান। সত্যি বলতে কী, ঠিক কোথায়
আছে তা ওর অজানা নেই। ভোর বেলায় এই স্কয়ারটা
পার হয়েই এসেছে সে, শহরটা তখনো ঘুমিয়ে ছিল।

নিচের প্লাজাটার নাম দ্য প্লেস ভেনডোমে, উঁচু মানের জুয়েলারি দোকান আর ফ্যাশন বুটিকের জন্য বিখ্যাত জায়গাটা। আর ব্রোঞ্জ নির্মিত টাওয়ারটা প্যারিসের একটা ল্যান্ডমার্ক যার নাম কোলোনে ভেনডোমে। নেপোলিয়ন কোন এক যুদ্ধে রাশিয়ান আর অস্ট্রিয়ানদের বিরুদ্ধে জয়ী হবার পর, ওদের প্রায় বারশো কামান গলিয়ে এই ব্রোঞ্জের টাওয়ারটা নির্মাণ করেন। তার বিভিন্ন যুদ্ধের বীরত্বপূর্ণ আচরণ ছবি হিসেবে টাওয়ারের দেহে খোদাই করে রাখা হয়েছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ঐশ্বর্যমন্ডিত ঘরটা আবারও দেখল সে, সিল্ক দিয়ে ঢাকা আর সোনার পাতা দিয়ে সাজানো একটা রুম।

এখনও নিশ্চয় দ্য রিটজ-এ আছি।

তার এই হোটেল মানে দ্য রিটজ প্যারিসে সকাল সকাল আসার কারণ হলো, এক ইতিহাসবিদের সাথে দেখা করা। লোকটার সাথে দ্য গিল্ডের যোগাযোগ আছে। প্রতিষ্ঠানটার ভেতরেও কিছু একটা চলছে, কেননা শেইচানের সব কন্ট্যাক্ট আচমকা নড়েচড়ে উঠেছে। সে জানে এমন মুহূর্তগুলোই, যখন সব ধরনের বন্ধ দরজা

অল্প সময়ের জন্য হলেও খুলে যায় এবং প্রতিরক্ষা দুর্বল হয়ে পরে, তথ্য চুরি করার উপযুক্ত সময়। তাই অনেক ভেবেচিন্তে নিজেকে জনসম্মুখে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এখন মনে হচ্ছে, নিজেকে একটু বেশিই প্রকাশ করে ফেলেছিল। আলতো হাতে কলারটা স্পর্শ করল সে। নিঃসন্দেহে বেশি প্রকাশ করে ফেলেছে। অথচ এই তথ্য বিনিময়ের ব্যবস্থা করেছিল ওরই এক বিশ্বস্ত লোক। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, পয়সা দিয়ে কেনা বিশ্বস্ততার খুব একটা মূল্য নেই! ইতিহাসবিদের সাথে দেখা হয়েছিল নিচতলার 'হেমিংওয়ে বার'-এ। একটা টেবিলে একাকী বসে ছিল সে। হাতে ছিল এক গ্লাস 'ব্লাডি মেরি'। এই বিশেষ পানীয়টার উৎপত্তিও হয়েছিল এখানেই। পাশেই ছিল একটা চামড়ার কালো ব্রিফকেস। যে রহস্যের টানে এখানে ছুটে এসেছে শেইচান, তার মতোই রহস্যময়। একটা মাত্র ড্রিংক নিয়েছিল শেইচান, তা-ও কিনা কেবল পানি। সেটাও ছিল এক মারাত্মক ভুল। এখনও আঠা আঠা হয়ে আছে মুখটা, মাথা হালকা।

ঘরে ফিরে আসতে গিয়ে, বাথরুম থেকে ভেসে আসা গোঙানির আওয়াজ ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। জেগে উঠে পুরো স্যুইটটা একবার খুঁজে না দেখার জন্য নিজেকেই গালি দিল। অনেক ভুল হয়েছে, আর না।

নিঃশব্দে নাইটস্ট্যাণ্ডের কাছে চলে এলো সে, হাতের এক দক্ষ নাচনে তুলে নিল পিস্তল ভরা হোলস্টার। বাথরুমের দরজার দিকে ধীর পায়ে এগোতে এগোতে বন্দুকটা বের করে হাতে তুলে নিল, হোলস্টারটাকে ফেলে দিল কার্পেটের উপর। দরজার কাছে এসে কান পাতল শেইচান। আরেকবার শুনতে পেল গোঙানি, তবে এবার শুনে মনে হচ্ছে বেচারা কষ্টে আছে। আচমকা দরজা খুলে উদ্যত পিস্তল হাতে ঢুকে পড়ল বাথরুমের ভেতর। কিন্তু সিংক বা তার আশেপাশে কাউকে দেখতে পেল না। ঠিক সেই মুহূর্তে বাথটাব থেকে উঠে এলো একটা ট্যাটুতে ভর্তি হাত। এমন ভাবে নড়ে উঠল হাতটা যেন ওটার মালিক ডুবে যাচ্ছে। রাজহাঁস আকৃতির কলের উপর হাত পড়তেই সেটাকে আঁকড়ে ধরল ছেলেটা। কাছে এসে শেইচান দেখতে পেল এক শুকনো, বাদামী

চুলো ছেলেকে। বয়স বেশি হলে আঠারো হবে।
কোনক্রমে উঠে দাঁড়াল ছেলেটা, পাজরের সবগুলো হাড় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।
দূর্বল বলে মনে হলেও, ঝুঁকি নিল না শেইচান। নগ্ন বুকটার দিকে পিস্তল তাক করল। বিমূঢ় ছেলেটা যেন অবশেষে দেখতে পেল ওকে। শেইচানের অর্ধ নগ্ন অবস্থা না উদ্যত পিস্তল, কোনটা দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল তা বলা মুশকিল। পিছিয়ে আসার প্রয়াস পেল সে, হাতের তালু আত্মসমর্পনের ভঙ্গীতে উঠিয়ে রেখেছে।
ছেলেটার পরনে একটা বক্সার-আর গলায় স্টেইনলেস ইস্পাতের কলার। ঠিক শেইচানেরটার মতো। সম্ভবত ওর মতোই গলায় চাপ অনুভব করে গলার দিকে হাত বাড়ালো ছেলেটা।
'থামো।' ফ্রেঞ্চ ভাষায় সাবধান করে দিল শেইচান।
কিন্তু ভীত ছেলেটা থামল না, ঠিকই টান দিল কলার ধরে। সাথে সাথে কলারে জ্বলতে থাকা সবুজ আলোটা লাল আলোয় রূপ নিল। কাঁপতে শুরু করল ওর দেহ, এমনকি মেঝে থেকে কয়েক ফুট পর্যন্ত উপরে উঠে

গেল। পরমুহূর্তেই বাথটাবের উপর আছড়ে পড়ল অসাড় দেহটা। শেইচান লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল, ছেলেটার মাথা যেন শক্ত মার্বেলের সাথে বাড়ি না খায় সেজন্য ধরে ফেলল দেহটাকে। নাহ, দয়া বা মায়ার কারণে কাজটা করেনি সে। এই ছেলেটার অবস্থাও ওর মতোই। হয়ত পরিস্থিতির উপর কিছুটা আলোকপাত করতে পারবে। আরেকবার কেঁপে উঠল ছেলেটার দেহ, এরপর নিস্তেজ হয়ে উঠল। ও চোখ খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করল শেইচান। এরপর ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এলো। পিস্তল নামিয়ে রেখেছে, ছেলেটার কাছ থেকে কোনও বিপদ আশা করছে না।

খুব সাবধানে, আস্তে আস্তে উঠে বসল ছেলেটা। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে, নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা। প্রথম দেখায় যেমনটা মনে হয়েছিল, তারচেয়ে লম্বা ছেলেটা। ছয় ফুটের কাছাকাছি হবে-তবে পাতলা। হাড় জিরজিরে না বলে পাকানো দেহ বলাটাই ভালো হবে। লম্বা চুলগুলো কাঁধ ছুঁইছুঁই করছে। চুলের স্টাইলে আধুনিক, হাত ভর্তি ট্যাটু কাঁধ পর্যন্ত এগিয়েছে, পিঠে

এসে বড় দুটো পাখার রূপ নিয়ে শেষ হয়েছে। বুকে অবশ্য কিছু নেই, একদম ফাঁকা।

‘নাম কী তোমার?’ জানতে চাইল শেইচান, বসার মতো আর কিছু না পেয়ে কমোডের উপরই বসে পড়ল।

বুক ভরে শ্বাস নিল ছেলেটা, ‘আমার নাম রেনি...রেনি ম্যাকলয়েড।’ ফ্রেঞ্চ ভাষায় উত্তর দিলেও কণ্ঠে স্কটিশ টান স্পষ্ট।

‘ইংরেজি জানো?’ জানতে চাইল সে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নড করল ছেলেটা। ‘হ্যাঁ? হচ্ছেটা কী এখানে? আমি কোথায় আছি?’

'ঝামেলায় আছ।'

উত্তরটা ওকে আরও বিভ্রান্ত করে তুলল, সেই সাথে ভীত।

‘তোমার সর্বশেষ স্মৃতি কী?’ জানতে চাইল শেইচান।

বিভ্রান্ত কণ্ঠের জবাব পেল, ‘মন্টপারনাসে-তে একটা পাবে বসে ছিলাম। কেউ একজন এসে আমার হাতে এক পাইন্ট ধরিয়ে দিল। সত্যি বলছি কেবল এক পাইন্ট

খেয়েছি। মাতাল হয়নি। কিন্তু এরপর আর কিছু মনে নেই।’

তারমানে ছেলেটাকেও ড্রাগ খাওয়ানো হয়েছিল, ওর মতোই কলার পরিয়ে এখানে আনা হয়েছে। কিন্তু কেন? উদ্দেশ্য কী?

আচমকা বেজে উঠল একটা ফোন, ঘর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল সেই আওয়াজ।

ঘুরে দাঁড়াল শেইচান, হয়ত এবার কিছু উত্তর পাওয়া যাবে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে গেল সে। পেছন থেকে ভেসে আসা পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল, রেনি ওর সাথেই আসছে। বিছানার পাশের টেবিল থেকে ফোনের রিসিভার কানে তুলল।

‘দু’জনেরই ঘুম ভেঙেছে দেখছি,’ ওপাশ থেকে ইংরেজিতে বলল কেউ একজন। ‘খুব ভালো, এমনিতেই হাতে খুব একটা সময় নেই।’

গলাটা চিনতে পারল শেইচান, ডা. ক্লড বুপ্রি। প্যারিসের প্যানথিয়ন-সরবোন ইউনিভার্সিটির ইতিহাসবিদ। এর

সাথেই দেখা করতে এসেছিল ও, হেমিংওয়ে বারে যখন ওদের দেখা হয় তখন লোকটার পরনে ছিল টুাইডের জ্যাকেট। তবে লোকটা যে জ্ঞানী তা তাঁর কথা বার্তা আর চালচলনে বোঝা যাচ্ছিল। শেইচান ভেবেছিল হয়ত লোকটার পূর্বপুরুষের মাঝে কেউ না কেউ অভিজাত ছিলঃ ব্যারন, মার্কুই, কাউন্ট ইত্যাদি। তবে এখন আর তাঁর অবস্থা অতটা ভালো নয়। সেজন্যই হয়ত পেশা হিসেবে তিনি ইতিহাসকে বেছে নিয়েছেন।

সকালে যখন ওদের দেখা হলো, তখন শেইচান ওঁর কাছ থেকে গিল্ডের প্রধান সম্পর্কে খবর পেতে চাইছিল। কিন্তু পরিস্থিতি আর সকালের মতো নেই।

লোকটা কি আমার পরিচয় জেনে ফেলেছে? তাহলে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে কেন?

‘এই মুহূর্তে আমার দরকার তোমার বিশেষ দক্ষতা,’ ব্যাখ্যা করলেন ইতিহাসবিদ, যেন ওর মনের কথা পড়তে পারছেন। ‘তোমাকে প্যারিসে আনতে আমার অনেক কষ্ট করতে হয়েছে, লোভ দেখাতে হয়েছে। আরেকটু হলেই দেরি হয়ে যেত।’

‘আমাকে ধোঁকা দিয়েছেন তাহলে!’

‘না...না, মাদামোয়াজেল। আমার কাছে সত্যি সত্যি সব ডকুমেন্ট আছে। তোমার মতোই আমিও আমাদের প্রাক্তন নিয়োগকর্তাদের নিয়ে খেলছি। তুমি সব কিছুই পাবে, এই প্রতিজ্ঞা করলাম। এসেওছিলে আমার কাছ থেকে এই কাগজপত্র কিনতে। এখন আমরা দরদাম করছি শুধু।’

‘কী চান আপনি?’

‘আমি চাই, খুন হয়ে যাবার আগেই তুমি আমার ছেলেকে খুঁজে বের করো।’

হতভম্ব শেইচান বলে উঠল, ‘আপনার ছেলে?’

‘ওর নাম গ্যাব্রিয়েল বুপ্রি। আমাদের এক প্রতিদ্বন্দী সংস্থা ওকে ফুসলিয়েছে। ওই সংস্থা একেবারে বাজে। ওদের নেতা একটা গুপ্তসংঘের মতো করে চালায় সংস্থাকে। নাম-দ্য অর্ডার অফ দ্য সোলার টেম্পল।’

‘দ্য অর্ডার অফ দ্য সোলার টেম্পল!’ জোরে জোরে একবার নামটা উচ্চারণ করল শেইচান।

নামটা শোনা মাত্র চেহারা শক্ত হয়ে গেল রনি ম্যাকলয়েডের।

‘হ্যাঁ!’ ফোনের ওপাশ থেকে বলে উঠল ক্লড। ‘এক দশক আগে এই গুপ্ত সংঘ সুইজারল্যাণ্ড আর কুইবেকে একগাদা আত্মহত্যার জন্য দায়ী ছিল। এর সদস্যরা নিজেরাই বিষপান করেছে অথবা ওদেরকে ড্রাগ খাইয়ে বিষপান করতে বাধ্য করা হয়েছে। একটা এলাকাকে তো আগুন দিয়ে পুড়িয়েই দিয়েছিল। অনেকের ধারনা এরপর ওটিএস (ফ্রেঞ্চ নাম অনুসারে) ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আন্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গিয়েছিল ওটা, নতুন এক প্রভু খুঁজে নিয়েছিল।’

দ্য গিল্ড।

শেইচানের পূর্ববর্তী নিয়োগকর্তারা এরকম অগণিত পাগলাটে সংস্থাকে নিজেদের মাঝে টেনে নিত, এদের পাগলাটে আচরণকে কাজে লাগাত নিজের জন্য।

‘কিন্তু ওটিস-এর নতুন নেতা-লুক ভেনার্ড অনেক বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। আমাদের মতো সে-ও গিল্ডের গোপন তথ্য ব্যবহার করে নিজেকে স্বাধীন করতে চায়, চায় আমার

এই শহরটাকে ধ্বংস করে ফেলতে। এই একটা কারণে হলেও ওকে থামানো দরকার। কিন্তু সমস্যা হলো, দ্য টেম্পলার নাইটদের গল্প শুনিয়ে আমার ছেলেকে ফুসলিয়েছে সে। বুঝিয়েছে দুনিয়াতে দরকার এখন এক নতুন সূর্য-শাসকের রাজত্ব। আর সেজন্য চাই উৎসর্গ আর রক্ত। হারিয়ে যাবার আগে আমার ছেলে যা বলেছিল, তাই বলি-নতুন এক শুদ্ধিকরণ দরকার। যার ফলে জন্ম নেবে নতুন এক সূর্য-শাসক।'

'কখন হবে এসব?' জিজ্ঞাসা করল শেইচান।

'আজ দুপুরে, যখন সূর্য পূর্ণ ক্ষমতায় থাকবে।'

ঘড়ির দিকে তাকাল মেয়েটা, আর মাত্র দুই ঘন্টা বাকি আছে।

'আর তাই এতো তাড়াহুড়ো। তোমার সাহায্য দরকার আমার। ওই কলারগুলো কিন্তু মারণঘাতি অস্ত্র। প্যারিস ছেড়ে পালাতে চাইলেই মারা যাবে তোমরা। আমার ছেলেকে বাঁচাতে ব্যর্থ হলেও তাই হবে।'

'আর যদি আমি রাজি হই...সফল হই...'

‘প্রতিজ্ঞা করছি, মুক্ত করে দেয়া হবে তোমাকে। আর তোমার এই কষ্টের জন্য কাগজগুলোও তোমার হাতে তুলে দিব।’

মনে মনে বিকল্পগুলো ভেবে নিল শেইচান, বেশিক্ষণ লাগল না অবশ্য। কেননা ওর সামনে আর কোনও বিকল্প নেই।

মেনে নেয়া ছাড়া।

ক্লড বুপ্রি কেন গলায় কলার বেঁধে ওকে নিজের আজ্ঞাবহতে পরিণত করছেন, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে এখন। নিজ ছেলের কাছ থেকে যা যা জেনেছেন, তা গিল্ডকে জানাতে পারছেন না তিনি। গিল্ড ভেনার্ডকে থামাবার কোনও চেষ্টাই করবে না। উল্টো ঘটনাটাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করবে। শেইচানের অতীত নিয়োগকর্তার কাছে নৈরাজ্য আর সুযোগ একই কথা। অথবা হয়ত বিদ্রোহের দায়ে পুরো অর্ডারটাকেই খুন করে দেবে। উভয় ক্ষেত্রেই গ্যাবিয়েল বুপ্রির মৃত্যু নিশ্চিত।

আর তাই বাইরের মানুষের সাহায্য চাওয়া ছাড়া ক্লডের

আর কোনও উপায় নেই।

'ছেলেটার কী হবে?' শেইচান জানতে চাইল, রেনি ম্যাকলয়েডের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পুরো ধাঁধাঁর এই একটা অংশই এখনও ওর কাছে পরিষ্কার নয়।

'ছেলেটি তোমার ম্যাপ এবং পথ প্রদর্শক।' ক্লড বলল।

'মানে?'

নিজের উপর মেয়েটার মনোযোগ টের পেয়ে রেনি ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

'ওর পিঠ পরীক্ষা করে দেখ,' ক্লড আদেশের সুরে বলল। 'জোলিন-এর ব্যাপারে জানতে চাও।'

'কে এই জোলিন?'

এইবার ছেলেটি শিউরে উঠল, যেন কেউ তার তলপেটে ঘুষি মেরেছে। তবে আরও সাদা না হয়ে তার চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফোনটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করল সে।

'জঘন্য এই লোকটা আমার জোলিকে চেনে কী করে?' রেনি চিৎকার করে বলল।

শেইচান সহজেই পাশ কাটাল। ফোনটা কানে ধরে এক

হাতে রেনিকে ঘুরিয়ে বিছানার উপর ফেলার সাথে সাথে হাঁটু দিয়ে মেরুদন্ডের উপর চেপে ধরল।

ছাড়া পাবার জন্য ছটফট করে উঠল ও, মুখ দিয়ে অবিরত গালি গালাজ বেরোচ্ছে।

'শান্ত হও,' শেইচান হাঁটুর চাপ না কমিয়েই বলল। 'জোলিন কে?'

রেনি মাথা বাঁকা করে এক চোখে শেইচানকে দেখার চেষ্টা করল, 'আমার প্রেমিকা, দুই দিন আগে নিখোঁজ হয়েছে। সোলার টেম্পল নামক কোন এক গ্রুপের খোঁজ করছিল। গত রাতে আমি ঐ পাবে ছিলাম, জোলির খোঁজে সাহায্য করবে, এমন একটা দল গড়ার চেষ্টা করছিলাম।'

রেনির শেষ কথাটা বুঝতে পারল না শেইচান। কিন্তু জিজ্ঞাসা করার আগেই তার নজর রেনির পিঠে আঁকা ট্যাটুর উপর পড়ল। এই প্রথম ট্যাটুটা ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছ সে। কালো, হলুদ এবং টকটকে লাল অমোচনীয় কালিতে আঁকা পিঠের নকশাটা দেখতে অদ্ভুত। তবে ওটা কোনও সড়ক বা রাজপথের নকশা নয়। ওতে ফুটিয়ে

তুলা হয়েছে খুঁটিনাটি অনেক বিষয়, যেমন -পরস্পর সংযুক্ত কিছু টানেল, প্রশস্ত কক্ষ, পানির ধারা। দেখে মনে হয় কোনও হারানো গুহার প্রতিচ্ছবি। তবে স্পষ্টতই এটি একটি অসম্পূর্ন, অসমাপ্ত কাজ।

'কী এটা?' শেইচান জিজ্ঞাসা করল।

'ট্যাটু আঁকছিল জোলিন। এতটুকু আঁকার পর ও নিখোঁজ হয়েছে।' শেইচানের কথা বুঝতে পেরে রেনি বলল।

'আমাদের মৃত্যুর শহর, প্যারিসের ভূগর্ভস্থ সমাধিক্ষেত্রের নকশা।' ফোনের অপর প্রান্ত থেকে উত্তর দিল ক্লড।

(২য় পর্ব)

১৫ মিনিট পর, পন্ট নিউফ ব্রীজের উপর দিয়ে বিপজ্জনক বেগে মোটরসাইকেল চালিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে শেইচান। মধ্যযুগীয় ব্রীজটি সেন নদীর উপর অবস্থিত। ধীরগতির ট্রাফিকের মাঝ দিয়ে বেপরোয়া ভাবে বাইক চালাচ্ছে সে। প্যারিসের বাঁ পাশ দিয়ে এগোচ্ছে, উদ্দেশ্য শহরের লাতিন কোয়াটার।

বাইকের পিছে বসা রেনি তাকে দু হাতে আঁকড়ে আছে। ব্রীজ অতিক্রম করে গোলকধাঁধাঁর মতো আঁকাবাঁকা রাস্তায় তীক্ষ্ণ মোড় নেয়ায়, শেইচানকে জোরে চেপে ধরল ছেলেটা। বাইকের গতি একটুও না কমিয়ে এগিয়ে চলল শেইচান, সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে।

'ডানে মোড় নাও!' চেচিয়ে বলল রেনি। 'চার ব্লক এগোতে পারবে বাইকে, তারপর আমাদের পায়ে হেঁটে এগোতে হবে। '

শেইচান তাই করল। যেহেতু ছেলেটাই এখন একমাত্র পথ প্রদর্শক।

কিছুক্ষন পর দেখা গেল, লাতিন কোয়ার্টারের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত পায়ে হাটার প্রচীন পথ- রু মাফটার্ড দিয়ে এগিয়ে চলছে তারা। রাস্তার দুই পাশের ভবনগুলোও বেশ প্রাচীন। ভবনগুলোর নীচ তলা পরিণত করা হয়েছে ক্যাফে, বেকারি, পনির এবং প্যানকেকের দোকানে। এমনকি রাস্তা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া এবং ফেরিবাজারও আছে একটা। চারপাশে ব্যাবসায়ীরা তাদের পণ্য ফেরি করছে আর ক্রেতারা দরদাম করে ওগুলো কিনছে। শেইচান ভিড় ঠেলে সামনে এগোলো। খাবারের দোকানগুলোর চক বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখল, খাবারের তালিকা লেখা আছে ওতে। বড় বড় রুটির টুকরাগুলো জানালার পিছনে তাকে সাজিয়ে রাখা, ছোট্ট একটা পনিরের দোকানের ফুলদানি থেকে ভেসে আসা ফুলের সুবাস পেল সে।

হঠাৎ মনে হলো, জীবন্ত এই কোলাহলের ঠিক নিচেই অবস্থিত ছয় কোটি প্যারিসবাসীর সমাধীক্ষেত্র, জীবিত

জনসংখ্যার প্রায় তিন গুণ। রেনি পথ দেখিয়ে সামনে এগুচ্ছে। সরু গড়নের জন্য ভীড়ের মাঝে সহজে এগোতে পারছে সে, বার বার পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখছে শেইচানকে ভীড়ের মাঝে হারিয়ে ফেলল কিনা।

পরনের রিপ জিন্স, আর্মি বুট এবং বিপ্লবী চে গোয়েভারার ছবি আঁকা লাল শার্ট হোটেল ক্লজিটেই ছিল। স্টিলের কলারটা ঢাকতে তারা দুজনেই গলায় স্কার্ফ পড়ে নিয়েছে। পোশাক পাল্টাতে পাল্টাতে শেইচান তাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে বুঝিয়ে বলেছিল রেনিকে। জানিয়েছিল ক্যাটাকম্ব বা প্যারিসের বিখ্যাত ভুগর্ভস্থ সমাধিক্ষেত্র থেকে ইতিহাসবিদের ছেলেকে উদ্ধার করার উপরেই তাদের জীবন নির্ভরশীল। রেনি চুপ করে সব শুনেছিল, কয়েকটা মাত্র প্রশ্ন করেছিল। ওর হিসাবে, এই আতঙ্কের হাত থেকে মুক্তি পাবার এক মাত্র আশার কিরণ হলো শেইচান। এই মুহূর্তে যে জোরে জোরে হাঁটছে তার উদ্দেশ্য নিজের জীবন বাঁচানো নয়, হারানো প্রেম জোলিনকে খুঁজে বের করা।

শার্ট পড়ার সময় রেনি আড়ষ্টভাবে তার পিঠের ডান

পাশের ডানায় নির্দেশ করেছিল। এই পাশের নকশাটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, চামড়া এখনও দগ্ধ এবং লাল। 'জোলি এই পর্যন্ত এসেছিল, তারপর থেকে ওর আর কোনও হদীস নেই।' এবং এখানেই তারা যাচ্ছে, এটাই তাদের এক মাত্র সূত্র। জোলিকে খুঁজে বের করার একমাত্র উপায়।

ক্লড বুপ্রি নিজেও বিশ্বাস করেন, জোলিনের হদিস খুঁজে বের করাটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তার ছেলের নিখোঁজ হওয়ার সাথে জোলিনের নিখোঁজ হওয়ার কোনও না কোনও সাদৃশ্য অবশ্যই আছে। উধাও হয়ে যাবার আগ মূহুর্তে, গ্যাব্রিয়েল তার বাবাকে ইঙ্গিত দিয়েছিল কখন কোথায় ভেনার্ড ও তার গুপ্তসংঘের বাকি সদস্যরা মিলিত হবে।

ওর উল্লেখিত জায়গার সাথে, জোলির নিখোঁজ হবার জায়গা মিলে যায়। তাই ক্লড যখন শুনলেন রেনি তার প্রেমিকাকে খুঁজছে সাথে সাথে নিজের দুই অস্ত্রকে কাজে লাগালেনঃ সহজ সরল এক পথপ্রদর্শক এবং তাঁর সঙ্গিনী, এক ভয়াল শিকারি।

ঘটনার ফেরে একে অন্যের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে

গিয়েছে ওরা দুজন। ক্যাটাকম্বে ঢোকার গোপন প্রবেশদ্বারের উদ্দেশ্যে এগুচ্ছে এখন। ভুগর্ভস্থ কক্ষ এবং সুড়ঙ্গ যোগাযোগ সম্পর্কে যা জানে সব শেইচানকে বলেছে রেনি। আলোকিত এই শহরের তলদেশে প্রাচীন গুপ্তধনের শহর 'লা কুয়ারি দ্য প্যারিস' কিভাবে অন্ধকারের রাজ্যে পরিণত হলো, তাও বাদ যায়নি। প্রাচীন খননকারীরা মাটির নিচে দশ তলা সমান গর্ত করে। সেই সাথে সৃষ্টি করে বিশালাকার চেম্বার এবং দুশো মাইলের মত জট পাকানো সুড়ঙ্গ পথ। প্রস্তরখনিটা একসময় শহরের প্রান্ত সীমাতেই ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে প্যারিস বৃদ্ধি পেয়ে এই পুরাতন গোলকধাঁধার উপর সম্প্রসারিত হয়, ইতিমধ্যেই অর্ধেক রাজধানী এই খনির উপর বিস্তৃত।

পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শহর কর্তৃপক্ষ প্যারিসের কেন্দ্রস্থলের কবরস্থানটি খুঁড়ে ফেলার অনুমোদন দেয়। লক্ষ লক্ষ কঙ্কাল-কিছু তো আবার হাজার বছরেরও পুরনো-কোন রকম আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই প্রস্তরখনির সুড়ঙ্গে ফেলা হয়। ভেঙ্গে স্তুপ করে রাখা হয় সেগুলো।

রেনির মতে, ফ্রান্সের ঐতিহাসিক এবং বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গরা এখানে সমাহিত আছেনঃ মেরাভেনজিয়ান রাজা থেকে শুরু করে ফরাসী বিপ্লবে অংশ নেয়া মানুষ, ক্লভিস থেকে শুরু করে রোব পিয়ের এবং মেরী এন্টনি প্রমুখ এরাও আছেন।

শেইচান অবশ্য মৃতদের খুঁজছে না।

অবশেষে জনপদ ছেড়ে কফিহাউস আর পেস্ট্রি শপের মাঝের সংকীর্ণ গলি দিয়ে মাথা নিচু করে হাঁটতে থাকল রেনি। ‘এদিক দিয়ে এসো, তোমাকে যে প্রবেশপথের ব্যাপারে বলেছিলাম, ওটা সামনেই। বন্ধু-সহকর্মী-ক্যাটাফিলসরা(গুপ্তধনের আশায় পুরনো কবর অনুসন্ধানকারী) কিছু না কিছু যন্ত্রপাতি অবশ্যই রেখে গেছে আমাদের জন্য।’

গলিটা এতোটাই আঁটসাঁট ছিল যে একজন করে ঢুকতে হলো। ওখান থেকে বের হয়েই তারা একটি চত্বরে এসে পড়ল। যার চারপাশে শতাব্দী পুরনো ভবন দিয়ে ঘেরা। কিছু জানালার কপাট লাগানো, অন্যগুলোতে প্রাণের অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছেঃ ঘেউ ঘেউ করছে একটা ছোট্ট

কুকুর, জামা কাপড় শুকাবার কিছু তার দেখা যাচ্ছে এবং পর্দার আড়াল থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে একটা অবয়ব।

চত্বরের এক পাশের অন্ধকারাচ্ছন্ন এক ম্যানহোলের সামনে শেইচানকে নিয়ে গেল রেনি। ট্র্যাশ বীনের পিছন থেকে একটা শাবল ও ছোট্ট লাইট লাগানো দুটি হেলমেট তুলে নিল। বলল, 'তারা আমাদের জন্য দুটো ফ্ল্যাশলাইট ও রেখে গেছে'।

'ক্যাটাফিলস...তোমার বন্ধুরা?'

'হ্যাঁ, প্যারিসের পাতাল অনুসন্ধানকারী আমার সহকর্মীরা,' গর্বিত কণ্ঠে জবাব দিল রেনি। 'পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন পেশার মানুষ আসে এখানে। কেউ পুরাতন সাবওয়ে বা নর্দমা দিয়ে অনুসন্ধান চালায়, কেউ বা অনুসন্ধান চালায় ছোট জলকূপে যেটা আবার মাটির গভীরে জলাশয়ে গিয়ে মিলেছে। কিন্তু বেশির ভাগই-যেমন আমি আর জোলি-ক্যাটাকম্বের রহসঘেরা কোণগুলো উন্মোচন করতে চাই।' প্রেমিকার দুশ্চিন্তায়

নেমে গেল ওর কাঁধ।
'চল, কাজ শুরু করা যাক।' হতাশা যেন ছেলেটিকে পেয়ে না বসে, তাই তাড়া দিল শেইচান।
ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে এক পাশে সরিয়ে রাখতে রেনিকে সাহায্য করল সে।
একটা লম্বা লোহার মই, দেয়ালের সাথে শক্ত করে লাগানো। নিচে গভীর অন্ধকারে যাওয়ার পথ দেখাচ্ছে ওটা। হেলমেট পড়ে নিল রেনি। ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বেলে অন্ধকারে আলো ফেলল তারপর।
'এখান দিয়ে আমরা নর্দমার পরিত্যক্ত অংশে গিয়ে পৌছাব, ১৮০০ শতকে ওই এলাকা তৈরি করা হয়েছিল।' মই বেয়ে নিচে নামার সময় বলে উঠল রেনি।
'নর্দমা? আমি তো জানতাম ক্যাটাকম্বে যাচ্ছি!'
'হ্যাঁ, আমরা ওখানেই যাচ্ছি। নর্দমায় ক্যাটাকম্বে ঢোকার গোপন কুঠরি বা পথ আছে। আগে এসো তো আমার সাথে, তারপর দেখাচ্ছি তোমায়।'
ছেলেটা নিচে নেমে যাওয়ার পর তাকে অনুসরণ করল শেইচান। সারা শহরের দুর্গন্ধময় ময়লা এখানে এসে জমা

হবে, এমনটা আশা করেছিল সে। কিন্তু তার পরিবর্তে দেখতে পেল স্যাঁতস্যাঁতে একটা জায়গা।

অন্তত দু'তলা সমান নিচে নামার পর পা রাখার নিরেট শক্ত জায়গা পাওয়া গেল। চারপাশে আলো ফেলল শেইচান, নজরে পড়ল নর্দমার ইট গাঁথা চুনসুরকির দেয়াল এবং নিচু ছাদ। তার বুট জুতা নিচের সরু জলপ্রবাহ স্পর্শ করল।

'এই দিকে,' বলে রেনি দক্ষতার সাথে নর্দমার পাশ দিয়ে পথ দেখিয়ে চলল। ত্রিশ গজ মতো যাবার পর ডানপাশে একটা প্রবেশদ্বার দেখা গেল। রেনি দরজার সামনে গিয়ে ওটাকে টেনে খোলার চেষ্টা করল। ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে খুলে গেল ওটা। 'এদিক দিয়ে।'

ছেলেটাকে অনুসরণ করে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে প্রবেশ করল শেইচান, চমকে উঠল সাথে সাথে। দেয়াল ভর্তি বুনো ফুলের বাগান এবং গাছ দিয়ে ঘেরা নীল জলধারার ছবি আঁকা। মনে হচ্ছে যেন মোনে-এর আঁকা কোনও ছবি!

'ক্যাটাকম্বের আসল প্রবেশদ্বারে স্বাগতম,' রেনি বলল।

‘এইসব কারা এঁকেছে?’ জিজ্ঞাসা করল শেইচান। লাইটের আলোতে লক্ষ করল, দেয়ালের কিছু অংশের ছবি নষ্ট হয়ে গেছে।
শ্রাগ করল রেনি। ‘সব ধরনের মানুষ আসে এখানে। চিত্রশিল্পী, মাশরুম চাষী, ফুর্তি করতে আসা মানুষ-কে নেই? কয়েক বছর আগে, ক্যাটাফ্লিক-এখানে যে সব টহল পুলিশরা আসে, তাদের আমরা এই নামে ডাকি- তারা দেখতে পায়, এখানে একটা মুভি থিয়েটারও আছে! পরদিন যখন গোয়েন্দারা আসে তখন কিছুই খুজে পায়নি। শুধু মেঝেতে একটা নোট পড়ে ছিল, যাতে লিখা ছিল ‘আমাদের খোঁজার চেষ্টা না করাই উত্তম।’ এমনটাই প্যারিসের আন্ডারওয়ার্ল্ড। এর অনেক অংশে বহুদিন হলো মানুষের পা পড়েনি। ক্যাটাফিলস, আমি এবং আমার সহকর্মীরা, যথাসাধ্য চেষ্টা করছি এই জায়গা গুলোকে ম্যাপে তোলার। প্রতিটা ঘুরপ্যাঁচ এবং আবিষ্কার চিহ্নিত করে রাখছি।'
‘তোমার ট্যাটুর সাহায্যে?’

‘এটা জোলির আইডিয়া ছিল,’ বিষন্ন হাসি হাসল ছেলেটা। ‘সে একজন দক্ষ ট্যাটু আর্টিস্ট, আমাদের এই ভুগর্ভস্থ যাত্রাকে অমর করে রাখতে চেয়েছিল,' বলে কিছুক্ষণ চুপ হয়ে রইল সে। ‘আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় এই নিচেই, এখান থেকে বেশি দূরে না জায়গাটা। দুজনেই কর্দমাক্ত ছিলাম। ফ্ল্যাশ লাইটের আলোতে আমরা একে অপরের মোবাইল নাম্বার নেই।'

‘মেয়েটার নিখোঁজ হবার দিন সম্পর্কে আমাকে বলো।’

‘আমার গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস ছিল। বিকেলে জোলির কোনও কাজ না থাকায় লিজেলের সাথে চলে যায়। লিজেল জার্মানির মেয়ে, আমি এমনকি তার পদবিও জানি না। এলাকায় এক গুপ্ত সংঘ ঘোরাফেরা করছে, এমন এক গুজব শুনে ওই সংঘের পিছু নেয় তারা।’

‘দ্য অর্ডার অফ সোলার টেম্পল!’

‘হ্যাঁ,’ শার্ট খুলে পিছনের ট্যাটুটা দেখিয়ে রেনি বলল, ‘আমার ঘাড়ে দেখ, ছোট একটা ফুল দিয়ে মার্ক করা হয়েছে একটি রুম।’

শেইচান ফ্ল্যাশ লাইটের আলোতে ট্যাটুটি ভালো করে দেখল। ছোট্ট সেল্টিক একটা গোলাপ আঁকা দেখতে পেয়ে সেটাকে আঙ্গুল দিয়ে ছুঁলো।
মেয়েটার হাতের স্পর্শে শিহরিত হলো রেনি। 'আমরা ঠিক ওই জায়গাটাতেই আছি। আমরা এখন ট্যাটুর নতুন অংশে আঁকা জোলিনের ম্যাপ অনুসরন করব; ওদিকেই তার যাবার কথা ছিল। গোলকধাঁধার পুরনো অংশে একটা প্রবেশপথ খুঁজে পেয়েছিল ও। ওদিকটা খোঁজা সবে শুরু করেছে, এমন সময় সোলার টেম্পল সম্পর্কে গুজব শুনতে পায়।' পরনের শার্ট নিচু করে সামনের একটি টানেলের দিকে ইঙ্গিত করল ছেলেটা। 'আমি পথের অধিকাংশই চিনি, তবে কাছাকাছি পৌঁছানোর পর আমার সাহায্যের দরকার হবে।'
পানিভরা গর্ত আর ছোট ছোট প্রকোষ্ঠওয়ালা টানেল ধরে শুরু হল গোলকধাঁধার ভেতর যাত্রা। দেয়ালগুলো চুনাপাথরের, স্যাঁতসেঁতে, কোথাও কোথাও ফোঁটা ফোঁটা পানি গড়াচ্ছে। ফুটকিওয়ালা দেয়ালের কিছু অংশ পূর্ববর্তী কোনও অনুসন্ধানকারীর পালিশ করা। দেখলে থমকে

যেতে হয়, মনে হয় যেন পাথরের ভেতর থেকে প্রাগৈতিহাসিক অতীত হামাগুড়ি দিয়ে বেড়িয়ে আসবে।
যতোই ভেতরে যাচ্ছিল ওরা, ততই টানেলটা শীতল হচ্ছিল। শেইচান তার নিজের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দও পরিস্কারভাবে শুনতে পাচ্ছিল। নিজেদের প্রতিধ্বনিত হওয়া পায়ের শব্দে মনে হচ্ছিল, যেন তাদেরকেই কেউ অনুসরণ করছে। সে কয়েকবার থেমে গিয়ে চিন্তিতভাবে পেছনে তাকাল।
আস্তে আস্তে রেনির অধৈর্য হয়ে পড়াটা টের পাচ্ছিল ও, 'আমরা এখানে কাউকে খুঁজে পাব না। অনুসন্ধানকারীরাও এদিকে খুব কম আসে। তাছাড়া সমাধিক্ষেত্রের টুরিস্ট স্পটের কাছেই একটা গ্যাস লীকের রিপোর্ট করা হয়েছিল। জায়গাটা গত তিনদিন ধরে বন্ধ।'
শেইচান মাথা ঝাঁকিয়ে আবার ট্যাটুতে মন দিল। তারা তাদের গন্তব্য থেকে খুব একটা দূরে না, 'তোমার গার্লফ্রেণ্ডের নতুন আবিস্কার সম্ভবত এই প্যাসেজটা নির্দেশ করছে।' একটি সরু টানেলের দিকে ইঙ্গিত করে হাতঘড়ির দিকে তাকাল মেয়েটা।

আর মাত্র বাহাত্তর মিনিট বাকি!

শেইচান চিন্তিতভাবে সামনে এগোতে শুরু করল, দ্রুততার সাথে ট্যাটুতে চিহ্নিত করা শাখা প্যাসেজ খুঁজে চলেছে।

‘থামো!’ পেছন থেকে ডাক দিল রেনি।

শেইচান ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল, রেনি একটা পাথরের ভাঙা টুকরোর উপর ঝুঁকে আছে। সে নিজে অবশ্য পাথরটাকে একদম গুরুত্ব না দিয়েই এগিয়ে গিয়েছিল।

রেনির হেলমেট-ল্যাম্পের আলোয় গোলাপী চকে আঁকা একটা তীর চিহ্ন দেখা গেল, ‘এটাই সেই প্রবেশপথ। জোলিন সবসময় গোলাপী চক ব্যবহার করত।‘

শেইচান তার পাশে এসে দাঁড়াল। তীর চিহ্নটা একটা অন্ধকার নিচু টানেলের দিকে নির্দেশ করছে।

হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে টানেলটায় ঢুকে গেল রেনি। শেইচানও তাকে অনুসরণ করল। হোঁচট খেতে খেতে কিছুদূর যাবার পর টানেলটা তাদেরকে অপেক্ষাকৃত উচু আরেকটা টানেলে নিয়ে গেল। এখানে এসে দাড়ানোর

পর ও বিভিন্ন দিকে এগিয়ে যাওয়া বেশ কিছু পাশ্ববর্তী ছোট প্যাসেজ এবং শ্যাফট দেখতে পেল।

হাতের তালু দিয়ে ভেজা লাইমস্টোনের দেয়াল স্পর্শ করল রেনি। 'এটা সমাধিক্ষেত্রের অনেক পুরনো একটা অংশ। মনে হচ্ছে আসল ধাঁধা এখান থেকেই শুরু,' সে ঘুরে দাঁড়িয়ে তার শার্ট উপরে তোলার জন্য কসরত শুরু করল। 'ম্যাপটা দেখো।'

তাই করল মেয়েটা। কিন্তু অস্পস্ট হতে থাকা ট্যাটুর কালি তাদের বর্তমানে দাঁড়িয়ে থাকার জায়গায় এসেই ফুরিয়ে গিয়েছে। এরপর জোলিন কোনদিকে এগিয়েছে সে ব্যাপারেও টানেলে চক দিয়ে আঁকা কোনও নির্দেশনা নেই। এখান থেকে তাদের নিজেদের রাস্তা নিজেদেরই খুঁজতে হবে।

'এখন কী করব আমরা?' জিজ্ঞেস করল রেনি, বান্ধবীর ক্ষতির আশঙ্কা যেন তার কথাগুলোকে গ্রাস করে নিচ্ছে। 'কোন দিকে যাব?'

শেইচান কিছু না বলে একটা টানেল ধরে এগুনো শুরু করল।

‘আমরা কেন এদিকে যাচ্ছি?‘ তার পিছু নিয়ে জিজ্ঞেস করল রেনি।

‘কেন নয়?’

আসলে শেইচানের এই প্যাসেজটা বেছে নেবার কারণ, একমাত্র এটাই নিচের দিকে ঢালু। তবে এখন তার কাছে এটা পরিস্কার যে, নিচে কি আছে সেটা দেখার জন্য টানেলে অনুসন্ধানকারীরা প্রথমে নিচের দিকেই যায়, পারলে একেবারে তলা পর্যন্ত। সেখান থেকে তারা ছড়িয়ে পড়ে। জোলিনও আশা করি তাই করেছে! ভাবল ও।

কিছুদূর এগোনোর পর অবশ্য নিজের সিদ্ধান্তের উপর শেইচানের আফসোস হতে লাগল। যাত্রাপথের কুলুঙ্গিগুলো পুরনো পার্চমেন্টের মত গাঢ় হলুদ রঙের মানবকঙ্কালে পরিপূর্ন। কঙ্কালগুলোর সবগুলো হাড়ই তাদের মূল কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন করা অবস্থায়, যেন কোনও অ্যাকাউন্টেন্ট সেগুলোকে নিয়ে হিসেব নিকেশ করেছে। একটা কুলুঙ্গিতে শুধুই হাতের অস্থি, একের পর এক সাজানো; অন্যটা পাঁজরের খাঁচায় ভর্তি। টানেলের শেষমাথায় মানুষের খুলির দুটো স্তুপ। খুলিগুলো যেন

ফাঁকা চোখের দৃষ্টি দিয়ে তাদেরকে অনধিকার প্রবেশের দায়ে শাসাচ্ছে।

কেঁপে উঠল শেইচান, তাড়াতাড়ি পা চালালো।

টানেলটা তাদেরকে গুহার মত একটা চেম্বারে নিয়ে এসেছে। চেম্বারের ছাদ খুব একটা উঁচু না হলেও আয়তনে একটা ফুটবল মাঠের মতই বিশাল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত সারি সারি পিলার দাঁড়িয়ে আছে যেন এটা একটা পাথরের বাগান! প্রতিটা পিলারই একের পর এক পাথরের ব্লক জুড়ে তৈরি করা। কয়েকটার চেহারা একেবারেই বিধ্বস্ত। দেখে মনে হয় যেন এখনই ভেঙে পড়বে।

'এগুলো চার্লস গিলোমে-এর প্রাচীনতম কাজ,' বলল রেনি, কণ্ঠে উত্তেজনার ছাপ। '১৭৭৪ সালে সমাধিক্ষেত্রের একটা বড় অংশ ধ্বসে পড়ে কয়েকটা রাস্তা গ্রাস করে নেয়, এর ফলে অনেকে মারাও যায়। সেই ঘটনার পর রাজা লুই সমাধিক্ষেত্র মেরামতের জন্য স্থপতি হিসেবে গিলোমে-কে দায়িত্ব দেন। আক্ষরিক অর্থে, তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম ক্যাটাফিল (ভূগর্ভস্থ খনি বা সমাধীক্ষেত্রে

অনুসন্ধানকারী)। বেশিরভাগ টানেল নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেন ভদ্রলোক এবং প্রয়োজনীয় স্থানে পিলারের ব্যবস্থা করেন। তবে এরপরও ধ্বসের ঘটনা ঘটেছে। ১৯৬১ সালে প্যারিসের একটা গোটা মহল্লা ধ্বসে পড়ে, প্রচুর মানুষ হতাহত হয়। এমনকি এখনও প্রায় প্রতি বছরই গুহাধ্বসের ঘটনা ঘটে। এখানে প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে এটিও একটি।'

রেনির গল্পের খুব অল্পই শেইচানের কানে ঢুকেছে। একটা পিলারের গোড়ায় মৃদু আলোর ঝলকানি কেড়ে নিয়েছে তার মনোযোগ। অন্ধকার আর স্যাঁতসেঁতে জায়গাটায় আলোটা একটু বেশিই চোখে লাগছে। সে পিলারের কাছে গিয়ে আবিস্কার করল, তার দিয়ে গোটা পিলারের ভিতটাকে পেচিয়ে রাখা হয়েছে। আর ওগুলোর সাথে যুক্ত আছে ট্রান্সমিটার আর একদলা ধূসর-হলুদ রঙের কাদার মত পদার্থ।

সি-ফোর এক্সপ্লোসিভ!

এটা নিশ্চয়ই আঠারো শতকের ফ্রেঞ্চ স্থপতির কাজ নয়!

(৩য় পর্ব)

সতর্কতার সাথে বোমাটা পরীক্ষা করল শেইচান। ট্রান্সমিটারে একটা ছোট লাল বাতি মিটমিট করছে, সম্ভবত একটা সিগনালের অপেক্ষায়। সে একহাত দিয়ে তার ফ্লাশলাইটের সামনের দিকটা চেপে ধরল, যাতে আলো বের হতে না পারে। রেনিকে পেছন পেছন আসার ইঙ্গিত দিল সে।

গোটা চেম্বারটাকে যেন গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করে নিয়েছে। চোখে অন্ধকার সয়ে আসার পর শেইচান আবিস্কার করল, পুরো চেম্বার জুড়ে এমন অগুনতি লাল রঙের ছোট ছোট আলো মিটমিট করছে। যার মানে দাঁড়ায়...সবগুলো পিলারের গোড়াতেই বোমা রাখা হয়েছে!

‘এখানে এসব কী হচ্ছে?’ পাশ থেকে অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রেনি।

‘ভেনার্ডের কাজ,’ জবাব দিল শেইচান, মনে মনে গোটা শহরের ধ্বংসস্তুপ কল্পনা করছে।

সমাধিক্ষেত্রের কতগুলো চেম্বারে এভাবে বোমা ফিট করা হয়ে থাকতে পারে, তা ভাবতে গিয়ে অবাক হলো ও। হঠাৎ মনে পড়ল, রেনি তাকে একটা গ্যাস লীকেজের কথা বলেছিল। সমাধিক্ষেত্র খালি করার কী দারুন কৌশল, যাতে গুপ্ত সংঘের লোকজন নির্বিঘ্নে পুরো এলাকায় বোমা বসাতে পারে।

রেনিও মনে মনে এটাই কল্পনা করছে। ‘তারা অর্ধেক প্যারিস ধ্বসিয়ে ফেলবে,’ বিষণ্ন কণ্ঠে বলল ছেলেটা। ক্লড বুপ্রি বলেছিলেন- ভেনার্ড মানুষের বলিদান চায়, যেন আগুন আর রক্তের মধ্য থেকে এক নতুন সূর্য-শাসক জন্ম নিতে পারে। এটা তার সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নেরই একটা পথ।

অন্ধকার চেম্বারটার ঠিক উল্টো দিকের প্রান্তে, আরেকটা আলোর আভা দেখতে পেল ওরা। ওখানে সম্ভবত আরেকটা টানেলের শুরু। শেইচান ওই আলোর দিকে তাকিয়ে চেম্বারটা পার হতে শুরু করল। এক হাতে

পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। অন্য হাতে মুখ ঢাকা অবস্থায়ই ফ্লাশলাইটটা ধরা, হাতের আঙুলের ফাঁক গলে যেটুকু অল্প আলোর ছটা বেরিয়ে আসছে তা পথে কোনও বাধা আসলে তা দেখার জন্য যথেষ্ট। রেনি নিজের হেলমেট ল্যাম্পের সুইচটা অফ করে তাকে অনুসরণ করছে।
এবারের টানেলটা দেখতেও ঠিক আগেরটার মতই।
কুলুঙ্গিভরা মানবকঙ্কাল, হাড়গুলো জোড়া থেকে বিচ্ছিন্ন। তবে এখানের কঙ্কালগুলো উজ্জ্বল সাদা রঙের, কোনও বয়সের ছাপ নেই। এগুলো দেখে শেইচানের মনে ভয় ক্রমশ দানা বাধতে লাগল। সে বুঝতে পারল আগের দেখা কঙ্কালগুলোর মতো এগুলো তত পুরনো নয়, এগুলো সদ্যমৃত কারও!
এক গজ দুরে একটা কুলুঙ্গি মাথার খুলি দিয়ে অর্ধেক ভরা।
এখনও পুরোপুরি ভর্তি হয়নি ওটা!
কিছু খুলির ছোট্ট আকৃতি তাকে বলে দিল এগুলো বাচ্চাদের।
ক্লড টেলিফোনে নির্দেশনা দেবার সময় অর্ডার অফ দ্য

সোলার টেম্পল-এর সাবেক প্রধানের কুইবেকে করা এক জঘন্য কাজ সম্পর্কে বলেছিল। লোকটা তার নিজের ছেলেকে উৎসর্গ করেছিল, ছেলেটাকে একটা কাঠের গোঁজ গেঁথে খুন করে সে। তার মতে, ছেলেটা ছিল খ্রিস্টবিরোধী।

কঙ্কালগুলো প্রমাণ করছে, অর্ডার-এর লোকদের শিশুহত্যার নজির শুধুমাত্র ওই একটাই নয়।

আরেকটা বাঁকের পর টানেলটা শেষ হয়ে এল। সামনের দিক থেকে মানুষের কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে, যেন শব্দগুলো কোনও গুহার ভেতর থেকে আসছে। শেইচান রেনিকে সেখানেই থাকতে ইশারা করে, কাত হয়ে দেয়াল ঘেঁসে এগোতে লাগল।

আগের চেম্বারের মতোই পিলারে ভর্তি, তবে অপেক্ষাকৃত ছোট একটা ঘর দেখা গেল। অবশ্য এবারের পিলারগুলো প্রাকৃতিক চুনাপাথরের তৈরি। দেখলে মনে হয় যেন মাইনাররা খননকাজের শেষে এগুলোকে ফেলে গিয়েছে। ব্যাপারটা ঘরটাকে আরো প্রাগৈতিহাসিক করে তুলেছে। আগে দেখা পিলারগুলোর মতই এগুলোর

গোড়াতেও বোমা পেতে রাখা।
ঘরটার একেবারে মাঝে শেইচান বৃত্তাকারে অবস্থান নেয়া বিশজন লোককে দেখতে পেল। সবাই হাঁটুতে ভর দিয়ে নতজানু হয়ে আছে। সবার গায়েই সাধারন জামাকাপড়। হাতে হাত ধরা এক দম্পতিকেও দেখা যাচ্ছে।
আনুষ্ঠানিক পোশাক পরা, যেন তারা কোনও গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে এসেছে। কয়েকজনকে দেখে মনে হলো, নেশাজাতীয় কিছু খাওয়ানো হয়েছে।
কেউ কেউ হাটু গেঁড়ে বসে আছে, কেউ কেউ মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে! শেইচান যেখানে লুকিয়ে আছে, টানেল মুখে, এক পুকুর রক্তের মাঝে পড়ে আছে তিনটি লাশ। মনে হচ্ছে, নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে পালাবার চেষ্টা করার সময় তাঁদেরকে পেছন থেকে গুলি করে মারা হয়েছে। খুব সম্ভবত এই নিশ্চিত পাগলামির ব্যাপারে দ্বিধা প্রকাশ করছিল ওরা।
কেভলার পরিহিত দু'জন গার্ড, অস্ত্র হাতে মানুষগুলোর দু’পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পিলারের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা ওদের অবয়বই আর কাউকে ঝামেলা পাকানো থেকে

বিরত রেখেছে।

শেইচান আপাতত তাদেরকে অগ্রাহ্য করল, মনোযোগ দিল বৃত্তের মাঝে দাঁড়ানো দুই ব্যক্তির দিকে।

প্রথমজনের মাথার চুলে পাক ধরেছে, ফরাসীদের মতো দেখতে চেহারা। লোকটার পরনে সাদা আলখেল্লা, সোডিয়াম ল্যাম্পের আলোতে চকচক করছে। কাছ থেকে ভেসে আসা জেনারেটরের গুঞ্জন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিল শেইচান। যাই হোক, আলখেল্লা পরিহিত লোকটা সামনে ঝুঁকে থাকা মানুষগুলোর উদ্দেশ্যে হাসল। হাত দুটো আহ্বানের ভঙ্গীতে উঁচু করে আছে।

এ-ই নিশ্চয় লুক ভেনার্ড।

‘সময়ে হয়ে গিয়েছে,’ ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলল লোকটা। ‘সূর্য যখন মধ্যগগনে তাঁর সর্বোচ্চ বিন্দুতে উঠবে, তখন শুরু হবে ধ্বংসযজ্ঞ। মৃত্যু পথযাত্রীদের আর্তচিৎকার, মৃতদের আত্মার কান্না তোমাদেরকে নিয়ে যাবে উচ্চতর অস্তিত্বে। আমি আরোহন করব আমার সৌর সিংহাসনে আর তোমরা হবে আমার তমসাবৃত দেবদূত। মনে রেখ, এখানে আমাদের শেষ নয়, বরঞ্চ এই আমাদের শুরু।

এখন যেতে হচ্ছে, কিন্তু আমার নিজের হাতে বাছাই করা মানুষটা সেই স্থান নেবে। তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে টেনে নতুন এক প্রভাতে নিয়ে যাবে।'

এটুকু বলে সরে দাঁড়াল সে, বোঝাই যাচ্ছে যে এলাকা ত্যাগ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। শেইচানের সন্দেহ হলো, উপস্থিত এই মানুষগুলোর অ্যাকাউন্টের সব টাকা এরিমাঝে ভেনার্ডের নামে জমা পড়েছে নাকি কিছুক্ষণের মাঝেই পড়বে!

পরবর্তী কর্মকাণ্ডের জন্য তো ফাণ্ড চাই নাকি! অর্ডার অফ দ্য সোলার টেম্পলকে ছড়িয়ে দিতে হবে তো। অবশ্য টাকাটা সে কাজে না লেগে, ভেনার্ডের মনে ধরা ইয়টটা কেনার কাজেও লাগতে পারে।

লোকটা আসলে কী? গুপ্ত সংঘের প্রধান? প্রতারক? নাকি এক সিরিয়াল কিলার?

নিকটবর্তী কুলুঙ্গি থেকে মৃতদের অন্তঃসারশূণ্য চাউনি প্রমাণ করে, লুক ভেনার্ড এগুলোর সবগুলোই।

ভেনার্ডের ইশারা পেয়ে সামনে এগিয়ে এলো দ্বিতীয়জন।

বয়স ত্রিশের মাঝে, পরনে সাধারণ পোশাক। ঘর্মাক্ত

চেহারাটা চক চক করছে। ড্রাগস আর ভেনার্ডের প্রতি অন্ধ ভক্তিতে চোখ ছলছল করছে। হোটেলে একটা ছবি রেখে গিয়েছিল ক্লড, কিন্তু না রাখলেও চলত। শেইচান ইতিহাসবিদের ছেলেকে এমনিতেই চিনতে পারত।

ছেলেটা ওর বাবার মতোই দেখতে, ব্যক্তিত্বেও সে ছাপটা রয়ে গিয়েছে। শেইচান মানস চোখে গ্যাব্রিয়েলের ছেলেবেলা দেখতে পেল। নিশ্চয় অনেক আগে ফুরিয়ে আসা অর্থ এবং আভিজাত্যের নানা গল্প শুনিয়ে ছেলেটাকে বড় করেছে ইতিহাসবিদ। কিন্তু পিতা যেখানে আলিঙ্গন করেছে ইতিহাসকে, সেখানে পুত্র তাকিয়েছে ভবিষ্যতের দিকে। ফিরে পেতে চেয়েছে সেই অতীত গৌরব।

তবে পথ হিসেবে বেছে নিয়েছে দ্য অর্ডার অফ দ্য সোলার টেম্পলকে।

'গ্যাব্রিয়েল, তোমার নামধারী দেবদূতের মতোই, তুমিও রক্ত ও ত্যাগের দ্বারা পরিণত হবে আমার যোদ্ধায়। আমার নতুন স্বর্গীয় রাজত্বের বীর হবে তুমি। তোমার অস্ত্র

হবে অগ্নির তরবারি,' আলখেল্লা সরিয়ে একটা ছোট, ইস্পাতের তরবারী বের করে আনল ভেনার্ড| দেখে মনে হচ্ছিল প্রাচীন কোনও বস্তু, জাদুঘর থেকে তুলে আনা হয়েছে। 'তোমার মতোই, এই তরবারী জ্বলে উঠবে সূর্যের শক্তিতে। কিন্তু তার আগে একে প্রস্তুত করতে হবে। তোমরা সবাই যেমন রক্তাক্ত হয়েছ, তেমনি একেও হতে হবে। তোমার হাত ধরে সর্বশেষ যে মৃত্যুটি আসবে, সেই একটা উৎসর্গ অন্যদের এগিয়ে আসার পথ দেখাবে। আর তাই এই সম্মানটা আমি দান করছি আমার দেবদূত, আমার যোদ্ধা গ্যাব্রিয়েলকে।'

তলোয়ারটা যুবকের দিকে বাড়িয়ে দিল ভেনার্ড।

গ্যাব্রিয়েল অস্ত্রটাকে নিয়ে উঁচু করে ধরল-সাথে সাথে গার্ড দুজন সরে গেল দুপাশে। তাদের পেছনে দেখা গেল একটা বেদি। ওটাকে আলোকিত করে আছে কিছু স্পট লাইট।

এক নগ্ন কালোচুলো মেয়েকে পাথরের বেদীটার সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে, পা দুপাশে ছড়ানো, হাতও। আরেক

বলি, সোনালী চুলো এক ফ্যাকাশে চেহারার মেয়ে কাছেই হাঁটু গেঁড়ে বসে আছে। সাদা পোশাক পরিহিত দেহটা কাঁপছে।

বেদীতে শোয়ানো মেয়েটাকে ড্রাগ খাওয়ানো হলেও, কী ঘটতে চলছে তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল সে। কেননা গ্যাব্রিয়েল ওর দিকে এগোতেই নিজেকে ছাড়াবার জন্য ছটফট করে উঠল সে। এদিকে গ্যাব্রিয়েলের জন্য মেয়েটার চেহারা দেখা না গেলেও, শরীরের ট্যাটু গুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ওর পরিচয় বোঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

অন্তত রেনির আর কিছু প্রয়োজন নেই।

'জোলিন!'

রেনির চিৎকার যেন ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তীরে মতো ছুটে গেল গুহার ভেতর দিয়ে। উপস্থিত সবার চোখ সাথে সাথে ছেলেটার দিকে ঘুরে গেল।

শেইচান নড়ে ওঠার আগেই, তৃতীয় আরেক রক্ষী

টানেলের মুখে এসে দাঁড়াল। এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল, নিশ্চিত করেছিল যেন কেউ পালিয়ে না যায়। মনে মনে

রেনির মুণ্ডুপাত করল ও। পরিকল্পনা করার কোনও সময় নেই, এখনই কাজে নেমে পড়তে হবে।

গার্ড রাইফেল উঁচু করতে করতে, লোকটার হাঁটু গুঁড়িয়ে দিল শেইচান। পিস্তলে আওয়াজটা বদ্ধ জায়গায় কামানের মতো শোনাল। এই দূরত্ব থেকে .৩৫৭ পিস্তল দিয়ে করা গুলি লাগলে, হাঁটুর আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

গুলি খেয়ে চিৎকার করে উঠল গার্ড, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু ততক্ষণে শেইচান লাফিয়ে আগে বেড়েছে, গার্ডদের দেহটাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যেন বহুদিন ধরে হারিয়ে যাওয়া প্রেমিককে খুঁজে পেয়েছে। বিশালাকৃতি দেহটাকে ঢালের মতো ব্যবহার করে গুহার ভেতরে প্রবেশ করল ও। নিজের সিগ সওয়ারটা ডান দিকের গার্ডের দিকে তাক করে টিপে দিল ট্রিগার। ঘরজুড়ে শুরু হয়ে গেল চিৎকার-চেঁচামেচি। উপস্থিত সবাই জান বাঁচানোর জন্য ছুটোছুটি শুরু করে দিল। অবশিষ্ট একমাত্র গার্ড অবশ্য ততক্ষণে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছে। ওকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করল সে। কিন্তু ওকে বাঁচাবার জন্য

ওর নতুন ‘প্রেমিক’ আছে না? লোকটার কেভলার আর্মারে এসে কামড় বসালো গুলি। কিন্তু একটা বেরসিক গুলি এসে বিঁধল তার মাথায়, সাথে সাথে নিস্তেজ হয়ে পড়ল ভারী লোকটা।
বস্তার মতো ওজনদার দেহটাকে নিয়ে আরও দুই এক পা এগিয়ে গেল শেইচান, পিলারের চারপাশটা দেখার মতো একটা জায়গা পাবার সাথে সাথে ছেড়ে দিল নিস্তেজ হয়ে আসা মৃতদেহটা।
অবশিষ্ট গার্ডকে উদ্দেশ্য করে দু’বার ট্রিগার চাপল ও। অরথম গুলি কানে গিয়ে বিঁধল, দ্বিতীয়টা ভেদ করে গেল উন্মুক্ত গলা। সেই সাথে মেরুদণ্ডের হাড় নিয়ে ঘাড়ের পেছনদিক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। মাটিতে আছড়ে পড়ল গার্ডের নিষ্প্রাণ দেহ।
এবার শ্যুটাররা টার্গেটে গুলি করার সময় যেভাবে দাঁড়ায়, সেভাবে দাঁড়াল শেইচান। লক্ষ্য-পাথরের বেদীটা। ভেনার্ড ওর পেছনে গিয়ে লুকিয়েছে। ড্রাগসের প্রভাব এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি গ্যাব্রিয়েল, হতভম্ব দেখাচ্ছে ছেলেটাকে। এখনও তলোয়ারটা বন্দী নারীর

গলায় ধরে আছে। নরম ত্বকের যেখানে ধারালো মাথা স্পর্শ করে আছে, সেখান থেকে ক্ষীণ রক্তের ধরা বইছে। অন্য বন্দীর ভাগ্য তুলনামূলকভাবে ভালো, ওকে দেখে রাখার জন্য কোনও গার্ড অবশিষ্ট না থাকায় উঠে দাঁড়িয়ে পালাল সে। সোনালীচুলো মেয়েটাকে নিজের দিকে ছুটে আসতে দেখে ইশারায় বেরোবার পথ দেখালো শেইচান। কিন্তু মেয়েটার হাতে যে ছুরি ধরা আছে, সেটা দেখতে পায়নি। রাগান্বিত চিৎকার করে ওর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বর্ণকেশী। এড়াতে পারবে না বুঝতে পেরে, পাশে ঘুরে গেল শেইচান। ছুরির আঘাত যদি পেতেই হয়, তাহলে গুরুত্বপূর্ণ কোনও অঙ্গ নেই, এমন জায়গায়তেই পাক। কিন্তু দেখা গেল, ছুরির একটা আঘাতও সহ্য করতে হলো না ওকে। ছুরিটা বেধাঁর আগেই, শেইচানের কাঁধের উপর দিয়ে কিছুটা একটা উড়ে গেল। আঘাত হানল মেয়েটার চেহারায়। মানুষের সাদা একটা খুলিকে মেঝের উপর পড়তে দেখল শেইচান। সেই সাথে চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল, রেনি ওর দিকে ছুটে আসছে। ছেলেটার হাতে আরেকটা নরখুলি। কুলুঙ্গি থেকে অস্ত্র

হিসেবে যা পেয়েছে, তাই ব্যবহার করেছে সে।
আঘাত পেয়ে হোঁচট খেলে মেয়েটা, শেইচান সাথে সাথে পিস্তল ঘুরিয়ে তার বুকে পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জে গুলি ছুঁড়ল। গুলির আঘাতে ভাবী আততায়ী উড়ে গিয়ে পড়ল পেছনে, সাদা শার্টের সামনের দিকটা রক্তে লাল হয়ে উঠছে। দৌড়ে এলো রেনি। হাতে ধরা খুলিটা একদিকে ছুঁড়ে ফেলে, মেঝে থেকে তুলে নিল গার্ডের অ্যাসল্ট রাইফেল। কিন্তু ওটা ধরতেই যেভাবে হিমশিম খেল, তাতে শেইচানের মনে হলো-অস্ত্রের চাইতে খুলিই ওর হাতে ভালো মানায়। মৃত মেয়েটার মুখের দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল রেনি। বিভ্রান্তির কারণটাও এক মুহূর্ত পরেই বোঝা গেল। বেদীর পাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠল গ্যাব্রিয়েল, সম্ভবত ড্রাগের প্রভাব কাটিয়ে উঠেছে।
'লিজেল!'
নামটা পরিচিত বলে মনে হলো শেইচানের। জোলিনের উধাও হয়ে যাবার গল্প বলার সময় এই নামটিই উচ্চারণ করেছিল রেনি। মেয়ে দুটো একসাথে এখানে নেমে এসেছিল। জোলিন উধাও হবার সময় লিজেল ছিল তার

সাথে। এখন বোঝা যাচ্ছে যেমন মনে হয়েছিল, ঘটনা তেমন নয়। ওটা কোনও দূর্ঘটনা ছিল না। রেনির প্রেমিকা আচমকা গুপ্ত সংঘের অবস্থান আবিষ্কার করে বসেনি। ওকে ফাঁদে ফেলা হয়েছিল। আর ফাঁদটা পেতেছিল লিজেল! মেয়েটাকে প্রলুব্ধ করে বলির পাঁঠা বানাতে নিয়ে এসেছিল সে।

'না!' কাতর কণ্ঠে বলে উঠল গ্যাব্রিয়েল। রক্তাক্ত দেহটার উপর থেকে নজর সরছে না। আচমকা নিজেকে সামলাতে না পেরে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ল সে। খটখট শব্দ করে পাথরের বেদীর উপর পড়ে গেল তলোয়ারটা। উপস্থিত অন্যরা ততক্ষণে নেতাকে পেছনে ফেলে পালিয়ে গিয়েছে বা যাচ্ছে। কিন্তু নেতা, মানে ভেনার্ড এতো সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয়।

আলখেল্লার পকেট থেকে ট্রান্সমিটারের মতো দেখতে একটা জিনিস বের করে আনল সে। ওটার মাথায় একটা সবুজ আলো জ্বলছে। এক আঙুল ব্যবহার করে বোতাম টিপে ধরল গুপ্ত সংঘের নেতা।

'এই বোতাম থেকে আঙুল সরালেই, আমাদের সবার

সলিল সমাধি হয়ে যাবে,’ শান্ত সুরে বলল সে। কণ্ঠে এমন মাদকতা, যা সরল মনের মানুষদের সহজেই প্রভাবিত করে ফেলতে পারে। বেদীর সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা। ‘আমাকে যেতে দাও। চাইলে অবশ্য অনুসরণও করতে পার। আমার কথা শুনলে, কাউকেই মরতে হবে না।’

শেইচান পিছিয়ে এল, রেনিকেও সরে যেতে ইঙ্গিত করল। ভেনার্ড উচ্চাভিলাষী হলেও, আত্মঘাতী নয়। ওর কথাগুলোকে সত্যি বলে ধরে নিল সে। নিজে নিরাপদ স্থানে সরে না যাওয়া পর্যন্ত এই ক্যাটাকম্ব উড়িয়ে দেবার হাত থেকে বিরত থাকবে সে।

ওর মনের কথা পড়ার চেষ্টা চালাল ভেনার্ড। যেকোনও গুপ্ত সংঘের নেতারই মানুষ চেনার আর তাদের মনের কথা বোঝার সহজাত ক্ষমতা থাকতে হয়। ধীরে সুস্থে, এক পা এক পা করে বের হবার দরজার দিকে এগোল সে। শেইচানও যাচ্ছে তার সামনে সামনে।

‘তুমিও অকালে প্রাণটা খোয়াতে চাও না, তাই না শেইচান? একটু সময় লাগলেও ঠিক চিনে ফেলেছি

তোমাকে। যতদূর জানি, তুমি যুক্তি মেনে চলো। আমাদের কারও এখানে মারা পড়ার কোনও কারণ-'

কথা শেষ হবার আগেই তার বুক চিঁড়ে একটা তলোয়ারের ডগা উঁকি দিল, পেছন দিয়ে এসে ঢুকেছে।

'আমাদের সবাইকেই মরতে হবে!' ভেনার্ড হাঁটু ভাঁজ করে পড়ে যেতেই চেঁচিয়ে উঠল গ্যাব্রিয়েল। 'পরিপূর্ণ বলি ছাড়া কেউ কখনও শীর্ষে পৌছুতে পারবে না... তুমিই তো বলেছিলে।'

উন্মাদ হয়ে আছে গ্যাব্রিয়েল। চেহারায় একই সাথে খেলা করছে পৈশাচিক আনন্দ আর শোক। তলোয়ারটা ঠেলে আরও ভেতরে ঢুকিয়ে দিল সে। ভেনার্ডের মুখ দিয়ে ছলকে বেরিয়ে এলো এক ঝলক রক্ত।

পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে ঝাঁপ দিল শেইচান, ট্রান্সমিটারটা ধরতে দু হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে। ভেনার্ড ছেড়ে দেয়ার আগেই ট্রিগারের উপর পৌঁছে গেল তার আঙ্গুল। লোকটার নাকে ওর নাক প্রায় ঠেকে গিয়েছে। মরণাপন্ন লোকটার চোখে অবিশ্বাস পরিষ্কার দেখতে পেল শেইচান, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে উপলব্ধিও রয়েছে।

যেমন কর্ম তেমন ফল, আর নিজ কর্মের ফল হাতে হাতে পেয়েছে সে।
হাতল চেপে ধরে নিথর দেহটায় একটা লাথি কশাল গ্যাব্রিয়েল। তলোয়ারটা খুলে এলো ভেনার্ডের দেহ থেকে। শেইচান চিত হয়ে পড়ে গেছে, গুপ্ত সংঘ প্রধানের দেহের নিচে চাপা পড়েছে সে। দু'হাত দিয়ে তলোয়ারটা উঁচু করে ধরল গ্যাব্রিয়েল। শেইচানের বুকে আমুল গেঁথে দিতে প্রস্তুত।
কিন্তু রেনি কখন যেন পায়ে পায়ে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, টেরই পায়নি গ্যাব্রিয়েল। রাইফেলের বাঁটের এক বাড়িতেই খুলিতে ফাটল ধরল তার। চোখ উল্টে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল শরীরটা।
'যেমন পাগল, তেমন বোকা!' বলে উঠল রেনি।
সাহায্য করার জন্য শেইচানের দিকে এগিয়ে আসছিল সে। কিন্তু বেদীর দিকে ইশারা করল মেয়েটা। 'জোলিনকে মুক্ত কর, যাও।' দু'হাতে আঁকড়ে ধরে রাখা ট্রান্সমিটারটার দিকে তাকাল রেনি। 'খেল খতম?'
'এখনও না।'

(শেষ পর্ব)

মাথার উপর জ্বলজ্বল করছে মাঝ দুপুরের সূর্য। রিটজ প্যারিসের সামনে পার্ক করা একটা পিউজো ৫০৮ সেডানের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে শেইচান। ওদেরকে ল্যাটিন কোয়ার্টার থেকে হোটেলে মিটিং-এর জায়গাটায় নিয়ে আসার জন্য ড. ক্লড বুপ্রি-ই ভাড়া করেছেন গাড়িটা।

বাড়তি সতর্কতা হিসেবে হোটেলের দরজা আর নিজের মাঝখানে গাড়িটাকে রেখে দাঁড়িয়েছে সে। তাছাড়াও রেনিকে দ্য প্লেস ভেনডোম-এর স্কয়ারে থাকার নির্দেশও দিয়েছে।

জোলিন এখন একটা স্থানীয় হাসপাতালে নিরাপদেই আছে, গলার ক্ষতটার চিকিৎসা করাচ্ছে। রেনি চাইছিল প্রেমিকার সাথে থাকতে। কিন্তু তাকে এখনও শেইচানের দরকার।

অবশেষে রিটজ প্যারিসের দরজা খুলে বেরিয়ে এল তিনটি মূর্তি। মাঝেরজন হচ্ছেন ক্লড। বেশভূষা দেখে শেইচানের মত তাঁকেও বেশ সতর্ক মনে হচ্ছে। গিল্ডের সাথে গুটিবাজি করেছে, এমন কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে ধরা পড়লে বারোটা বেজে যাবে তাঁর। দু পাশে চেপে আছে বিশালদেহী, কালো স্যুট পরা দু'জন লোক। লম্বা ওভারকোটের ভাঁজে নিশ্চিতভাবেই লুকিয়ে

রেখেছে অস্ত্র।

শুভেচ্ছাস্বরূপ আলতো করে নড করলেন ক্লড, তবে সেটা না করারই সামিল!

তাঁর সাথে দেখা করতে গাড়িটা ঘুরে এলো শেইচান। হাত দুটো তুলে ধরেছে মাথার উপর। বোঝাতে চাইছে,

তার পক্ষ থেকে কোনও অঘটন ঘটার সম্ভাবনা নেই।

ক্লড তাঁর লোক দু'জনকে ফুটপাতে থাকতে ইশারা করে গাড়িটার পেছনে এসে দাঁড়ালেন। হাতে একটা কালো চামড়ার লুইস ভুটন ব্রিফকেস। ইতিহাসবিদ চোখ কুঁচকে আকাশের দিকে চাইলেন। খালি হাতটা ছায়ার জন্য

চোখের উপর তুলে ধরেছেন। ‘দুপুর হয়ে গেছে, প্যারিস এখন পর্যন্ত বহাল তবিয়তে। তাহলে ধরে নিচ্ছি লুক ভেনার্ডের প্ল্যান বানচাল হয়ে গিয়েছে?’

কাঁধ ঝাকাল শেইচান। এতক্ষণে রেনির সহকর্মী এবং দক্ষ পুলিশেরা সম্ভবত বম স্কোয়াডকে সাথে নিয়ে ক্যাটাকম্ব চষে ফেলেছে।

‘আর মসিয়ে ভেনার্ড?’

‘মৃত।’

ক্লড বুপ্রির অবয়বজুড়ে ফুটে উঠল পরিতৃপ্তি। সেডানের কালো জানালাগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তোমার ওই ছোট্ট ফোনকলটা মোতাবেক, আমার ছেলেকে মুক্ত করেছ তুমি।’

শেইচান গাড়িটার পেছন দিকে চলে এলো। টেইললাইটের পাশে জ্বলজ্বল করতে থাকা ৫০৮ লেখা রুপালি প্রতীকটার ‘০’ তে চাপ দিতেই, ট্রাংকের ঢাকনা খুলে গেল।

ভেতরে শুয়ে আছে গ্যাব্রিয়েল বুপ্রে, ডাক্ট টেপ দিয়ে হাত-পা বাঁধা। চেঁচামেচি যেন করতে না পারে, তাই ওর নিজের কাশ্মিরি স্কার্ফ দিয়ে মুখ আটকে রাখা হয়েছে। হঠাৎ আলো পড়ায় নড়ে উঠল সে। বাবাকে দেখতে পেয়ে কিছুক্ষণের জন্য বাঁধন খোলার নিষ্ফল যুদ্ধে নামল। পারিবারিক পুনর্মিলনীতে বাঁধ সাধল শেইচান, দড়াম করে বন্ধ করে দিল ট্রাংক। সে চায় না কোনও পথচারী দেখে ফেলুক, কী ঘটছে এখানে।

ক্লডও নিশ্চয়ই চান না। তাই কিছু বললেন না তিনি। এমন জনাকীর্ণ জায়গায় ছেলেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করার মতো সাহস দেখানো যাবে না। কে জানে, কী না কী করে বসে শেইচান!

'দেখতেই পাচ্ছেন, গ্যাব্রিয়েল ঠিক আছে,' বলল সে। হাতে ধরা সেডানের ইলেকট্রনিক চাবিটা উঁচু করে ধরল। 'আর এই হচ্ছে ওর মুক্তির চাবি।'

চাবিটাকে ধরার জন্য ক্ষিপ্র গতিতে হাত বাড়ালেন ক্লড। কিন্তু শেইচান তৈরি ছিল। সরিয়ে নিল ওটা।

এত তাড়া কিসের!

জ্যাকেটের কলারটা টান দিয়ে একটু নিচে নামাল সে। স্টিলের কলারটা দেখিয়ে বলল, 'এটার কী হবে?' রেনির দিকেও ইশারা করল সে। 'চাবির বদলে চাবি। আমাদের মুক্তির বদলে আপনার ছেলের মুক্তি।'

'অবশ্যই, চুক্তি তো তাই হয়েছিল। আমি এক কথার মানুষ,' পকেট হাতড়িয়ে একটা কী-কার্ড বের করে ট্রাংকের উপর রাখলেন। 'নিজেকে মুক্ত করতে যা লাগবে, তা তোমার হোটেল রুমেই পেয়ে যাবে।'

শেইচানের চেহারায় সন্দেহের ছাপ দেখতে পেয়ে মলিন হাসি হাসলেন তিনি।

'ভয় নেই। তোমরা মারা গেলে কোনও লাভ হবে না আমার। আসলে ভেনার্ডের মৃত্যুটাকে তোমার বিশ্বাসঘাতক কাঁধটায় চাপিয়ে দেয়ার প্ল্যান করছিলাম আমি। গিল্ড তোমাকে শিকার করবে, আমি থাকব সন্দেহের ঊর্ধ্বে। আর তুমি যত দ্রুত পালাবে, বিশ্বাস করো, সবার জন্য ততই মঙ্গল। তবে আমি যে সত্যি

বলছি, তার প্রমাণ দেখাচ্ছি। তোমাকে একটা পুরস্কার দেবার কথা ছিল, এই নাও।'

হাতে ধরা ব্রিফকেসটা ট্রাংকের উপর রাখলেন ক্লড। মসৃণ ডালায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'ভুইটনের সেরা কাজ। তোমার জন্য,' শেইচানের দিকে তাকিয়ে বেশ আমুদে একটা হাসি দিলেন তিনি। "তবে এর ভেতর যা আছে, তা আমার ছেলের মুক্তির জন্য প্রকৃত মূল্য কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে আমার। গিল্ডের রহস্যময় নেতাদের কাছে পৌঁছানোর এটা একটা সূত্র।'

ব্রিফকেসটা খুলতেই একগাদা ফাইল বেরিয়ে এলো। একেবারে উপরের ফাইলটার কাভারে আঁকা থাকা লোগোটা নজরে পড়ল শেইচানের। একটা ঈগল পাখা ছড়িয়ে আছে, এক পায়ের নখে ধরে আছে একটা জলপাই-এর ডাল, অন্য নখে কিছু তীর। ইউনাইটেড স্টেটসের অতি পরিচিত এই সীলটি দেখে সাথে সাথে চিনতে পারল শেইচান|

কিন্তু এর সাথে দ্য গিল্ডের কী সম্পর্ক?

ব্রীফকেসটা বন্ধ করে ওর দিকে এগিয়ে দিলেন ক্লড। 'এসব তথ্য তুমি কী কাজে লাগাবে, এগুলো তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে-তা তুমিই জানো। তবে বলে রাখি সে জায়গা কোনও সুখকর জায়গা হবে না,' সাবধান করে দিলেন তিনি। 'সব কিছু ভুলে যাওয়াটাই তোমার জন্য ভালো হবে।'

ব্রীফকেস আর হোটেলের কী-কার্ডটা নিয়ে নিল শেইচান। এরপর ইলেকট্রনিক চাবিটা সেডানের ট্রাঙ্কে রেখে পেছনে সরে গেল। এতটা দূরে যে ক্লডের বডিগার্ডরা সহজে নাগাল পাবে না।

ইতিহাসবিদ সেডানের চাবিটা নেবার কোনও চেষ্টাই করলেন না। বরঞ্চ আলতো করে ট্রাঙ্কের ডালায় হাত রাখলেন। চোখ বন্ধ করে ফেললেন তিনি, কাঁধ দুটো দেখে মনে হলো, অনেকদিন ধরে চেপে বসা কোনও ভার এইমাত্র নামিয়ে রেখেছেন। এই মুহূর্তে তিনি গিল্ডের সদস্য নয়, তিনি হারানো ছেলেকে ফিরে পাওয়া এক বাবা।

লম্বা একটা শ্বাস নিলেন তিনি, এরপর ইঙ্গিতে বডিগার্ডদের চাবিটা নিতে বলে নিজে চড়ে বসলেন গাড়ির পেছনের সিটে। হয়ত ছেলের কাছাকাছি থাকার জন্যই। কথা মতো কাজ করল দুই গার্ড, এরপর এসে সামনে বসল।

সেডানটা দৃষ্টির আড়াল হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল শেইচান, এরপর রাস্তায় নেমে পড়ল। রেনিও ওর সাথে যোগ দিল। 'যা খুঁজছিলে, তা পেয়েছ?'

নড করলে মেয়েটা। মানস চোখে দেখতে পেল, ক্লড স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন।

ছেলের সুস্থতার জন্য কোনও ধরনের ঝুঁকি নেবার কথা না ইতিহাসবিদের। ওগুলো যদি নকল হতো আর শেইচান আগেই পরীক্ষা করে দেখত, তাহলে আর ছেলেকে ফিরে পেতে হতো না তাঁর। তাই ধরে নেয়া যায়, কাগজগুলোয় কোনও বুজরুকি নেই।

‘ওকে কি বিশ্বাস করা যায়?’ গলার স্কার্ফের দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে জানতে চাইল রেনি।

‘অপেক্ষা করে দেখতে হবে।’

প্লাজা অতিক্রম করতে করতে স্কার্ফটা খুলে ফেলল রেনি। শেইচান আর ওর আগে থেকে করে রাখা পরিকল্পনার অংশ এটি, কেননা রেনির গলা খালি! এই মুহূর্তে ওতে ঝুলছে না কোনও কলার!

গলা ঘষতে ঘষতে রেনি বলল, ‘জিনিসটা খসাতে পেরে ভালো লাগছে।’

শেইচান ওর সাথে একমত। নিজের গলায় হাত দিয়ে ওর কলারটাও খসিয়ে ফেলল। সবুজ এলইডি লাইটটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকালো ও। ভেনার্ড যখন মারা যায়, তখনও ডেডলাইনের একঘন্টা বাকি আছে। এই অতিরিক্ত সময়টুকুকে কাজে লাগিয়ে, রেনির বিস্তৃত নেটওয়ার্কের সাথে যোগাযোগ করে শেইচান। ছেলেটির দাবী অনুসারে,

পৃথিবীর সব কোনা থেকে, সব ধরনের পেশার লোক ক্যাটাকম্বে আসে|

ওর নির্দেশ অনুসারে, রেনি সাহায্যের জন্য আবেদন পাঠায়। ওর সহকর্মীদের একজন প্রায় সাথে সাথেই সাড়া দেয়। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আর মাইক্রোডিজাইন-এ বিশেষজ্ঞ লোকটা। প্রায় বিনা কষ্টে ওদের গলা থেকে কলারগুলো খুলে ফেলে সে। এরপর শেইচানের কলারে লাগানো শক দেবার সিস্টেমটাকে অকেজো করে ফেলে। যেহেতু পুরো কাজটা মাটির নিচে করা হয়েছিল, তাই ব্লড কলারগুলো থেকে কোনও ধরনের সিগন্যাল পায়নি|

মুক্ত হবার পর, ব্রীফকেস পাওয়া নিশ্চিত করার জন্য বিপদজনক এক খেলা খেলবার সিদ্ধান্ত নেয় শেইচান|

হাতে ধরা কলারটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, রেনির করা প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ভাবছে এখন ওঃ ওকে কি বিশ্বাস করা যায়? এক মুহূর্ত পরেই পেয়ে গেল উত্তর|

সিগন্যাল পেয়ে ওর কলারের সবুজ বাতিটা নিভে গিয়ে লাল বাতি জ্বলে উঠল, কিন্তু শক দেবার সিস্টেম অকেজো থাকায় ওটা কোনও ক্ষতি করতে পারল না।

অন্তত শেইচানের কোনও ক্ষতি করতে পারল না।

দূর থেকে ভেসে আসা বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল ওরা। সেডানটা যেদিকে গিয়েছে, সেদিকে তাকালো মেয়েটি। ওখানে ঘূর্ণায়মান কালো ধোঁয়ার কুণ্ড আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টায় রত।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ক্লডকে বিশ্বাস করা যায় না! একটু আগে তাহলে মিথ্যা কথাই বলেছিলেন তিনি। শেইচানকে বাঁচিয়ে রাখতে চান না, তাই কলারটাকে কাজে লাগিয়েছেন।

মারাত্মক এক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

ক্লডকে সঠিক কাজটা করার সুযোগ দিয়েছিল ও।

কিন্তু সেই সুযোগ তিনি নেননি।

গ্যাব্রিয়েলের মুখ বাঁধার স্কার্ফের কথা মনে পরে গেল ওর। কাশ্মীরের স্কার্ফটা দিয়ে ঢাকা অবস্থায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল রেনির কলারটাকে। ক্যাটাকম্ব থেকে পাওয়া সি-ফোর এর টুকরাও ছিল ওতে। এমন ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল যে, কলারে শক দেবার জন্য সিগন্যাল এলেই যেন ওই সি-ফোর বিস্ফোরিত হয়। কতটুকু বিস্ফোরক ব্যবহার করা হলে সেডানটা তার আরোহী নিয়ে উড়ে যাবে, তা আগেই থেকেই হিসেব করেছিল শেইচান।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও, বেদনার খোঁচা অনুভব করছে বুকে।

বড় ভালো ছিল গাড়িটা!

আকাশ কালো করে দেয়া ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল রেনি, একহাতে নিজের গলাই আঁকড়ে ধরেছে। অনেক কষ্টে চোখ সরিয়ে শেইচানকে জিজ্ঞাসা করল, 'এবার?'

উত্তর না দিয়ে কলারটাকে ডাস্টবিনে ফেলে দিল ও, ব্রীফকেসটাকে হাতে তুলে নিল। ক্লড বুপ্রির বলা কথাগুলো এখনও কানে বাজছে-এসব তথ্য তুমি কী

কাছে লাগাবে, এগুলো তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে-তা তুমিই জানো। তবে বলে রাখি সে জায়গা কোনও সুখকর জায়গা হবে না।

ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে রেনির প্রশ্নের উত্তর দিল শেইচান।

এবার?

‘এবার শুরু হবে গিল্ডের সাথে আমার আসল খেলা।’

(সমাপ্ত)